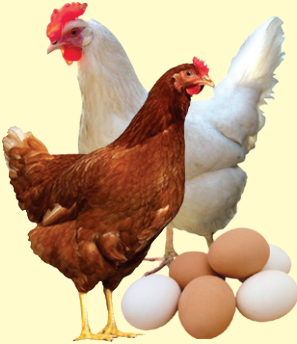


লেয়ার পালন নির্দেশিকা



কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

নির্দিষ্ট সময়ে কাজক্ষিত ডিম উৎপাদনের জন্য সুস্বাদু খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কারণ বয়স অনুযায়ী পরিমিত ওজন হওয়ার জন্য সুস্বাদু খাদ্য অত্যাবশ্যিক। একটি খামারের বেশিরভাগ খরচই (প্রায় ৮০%) হল খাদ্য খরচ। কাজেই খাবারের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ খামারিরা সঠিক খাদ্য নির্বাচন করতে পারে না বলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ফুক সময়মতো পিক প্রোডাকশনে আসে না, আসলেও খুব অল্প সময় থাকে। খামারিগণ এ অবস্থায় বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করেন এবং মুরগীও কাজক্ষিত ফল প্রদান করে না। ফলে খামারিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অনেক খামারি আছেন যারা তুলনামূলক কম মূল্যে ভাল খাদ্য চান এবং সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন আশা করেন। এসব দিক বিবেচনা করে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড নতুন আঙ্গিকে আরো উন্নত, বিজ্ঞান সম্মত ও সময়োপযোগী খাদ্য “লেয়ার প্রিমিয়াম ফিড”, এবং “লেয়ার পারফর্মেন্স ফিড” বাজারে নিয়ে এসেছে। এই খাদ্য অত্যধিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি করা হয় বিধায় সহজেই হজমযোগ্য এবং সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত। ফলে এই খাদ্য ব্যবহার করে খামারিগণ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে লেয়ার পালনের পাশাপাশি অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবেন।

লেয়ার প্রিমিয়াম খাদ্যের উপাদানগত আনুপাতিক বিশ্লেষণ (ড্রাই মেটার ভিত্তিতে) এবং ব্যবহার কাল ছক নিম্নরূপ :

বিষয়/উপাদানের নাম	লেয়ার প্রিমিয়াম প্রি-স্টার্টার	লেয়ার প্রিমিয়াম স্টার্টার	লেয়ার প্রিমিয়াম প্রোয়ার	লেয়ার প্রিমিয়াম প্রি-লেয়ার	লেয়ার প্রিমিয়াম লেয়ার-১	লেয়ার প্রিমিয়াম লেয়ার-২
অদ্রতা (সর্বোচ্চ) %	১০	১০	১০	১০	১০	১০
আমিষ (সর্বনিম্ন) %	২২.৫	২২	২০.৮	২০.৭	২০.৫	১৯.২
স্নেহ (সর্বনিম্ন) %	৩	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫
আঁশ (সর্বোচ্চ) %	৩.৫	৩.৫	৪.৫	৪.৫	৩.৫	৩.৫
লাইসিন (সর্বনিম্ন) %	১.২৫	১.১৫	১	১	১	১.২
মিথিওনিন (সর্বনিম্ন) %	০.৫	০.৫	০.৪	০.৪	০.৪৫	০.৫
ক্যালসিয়াম (সর্বনিম্ন) %	১	১	১.১	২.৫	৪	৪.২
ফসফরাস (সর্বনিম্ন) %	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫৫	০.৭	০.৭
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	৩০৫০	৩০৫০	২৯৫০	২৯০০	২৯০০	২৯০০
খাদ্যের ধরণ	ক্রাম্বল	ক্রাম্বল	ক্রাম্বল	ম্যাশ	ম্যাশ	ম্যাশ
ব্যবহারকাল	১-৫ সপ্তাহ	৬-১০ সপ্তাহ	১১-১৭ সপ্তাহ	১৮-২০ সপ্তাহ	২১-৪৫ সপ্তাহ	৪৬-শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত
মেয়াদ	উৎপাদনের তারিখ হতে ১ মাস					

লেয়ার পারফর্মেন্স খাদ্যের উপাদানগত আনুপাতিক বিশ্লেষণ (ড্রাই মেটার ভিত্তিতে) এবং ব্যবহারকাল ছক নিম্নরূপ-

বিষয়/উপাদানের নাম	লেয়ার পারফর্মেন্স প্রি-স্টার্টার	লেয়ার পারফর্মেন্স স্টার্টার	লেয়ার পারফর্মেন্স প্রোয়ার	লেয়ার পারফর্মেন্স প্রি-লেয়ার	লেয়ার পারফর্মেন্স লেয়ার- ১	লেয়ার পারফর্মেন্স লেয়ার- ২
অদ্রতা (সর্বোচ্চ) %	১০	১০	১০	১০	১০	১০
আমিষ (সর্বনিম্ন) %	২১	২১	২০	১৯	২০	১৯
স্নেহ (সর্বনিম্ন) %	৩	৩	৪	৪	৪	৪
আঁশ (সর্বোচ্চ) %	৪	৪	৪	৩.৫	৩.৫	৩.৫
লাইসিন (সর্বনিম্ন) %	১.২	১.১৫	১	১	১	১.২
মিথিওনিন (সর্বনিম্ন) %	০.৪৫	০.৪৫	০.৪	০.৪	০.৪৫	০.৫
ক্যালসিয়াম (সর্বনিম্ন) %	১	১	১.১	২.৫	৪	৪.২
ফসফরাস (সর্বনিম্ন) %	০.৫	০.৫	০.৪	০.৫৫	০.৭	০.৭
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	৩০২৫	৩০০০	২৯৫০	২৯০০	২৯০০	২৯০০
খাদ্যের ধরণ	ক্রাম্বল	ক্রাম্বল	ক্রাম্বল	ম্যাশ	ম্যাশ	ম্যাশ
ব্যবহারকাল	১-৫ সপ্তাহ	৬-১০ সপ্তাহ	১১-১৭ সপ্তাহ	১৮-২০ সপ্তাহ	২১-৪৫ সপ্তাহ	৪৬- শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত
মেয়াদ	উৎপাদন তারিখ হতে ১ মাস					

বিঃ দ্রঃ লেয়ার খাবার বিশেষ করে ডিম উৎপাদনে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে পরিবর্তন করা যায় না। যদি পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে নতুন খাবারের সাথে পুরাতন খাবার মিশিয়ে দিতে হবে। প্রথম দিকে পুরাতন খাবারের পরিমাণ বেশি থাকবে। অতপর আস্তে আস্তে নতুন খাবারের পরিমাণ বাড়বে এবং পুরাতন খাবারের পরিমাণ কমবে। এভাবে কমপক্ষে দুই সপ্তাহে নতুন খাবারে আসতে হবে।

কোয়ালিটি ফিডস লিঃ এর লেয়ার খাদ্য খাওয়ালে

বাড়ন্ত পর্যায়ের বেঁচে থাকার হার	৯৫-৯৭%
সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন হার	৯৪-৯৫%
হেন হাউজ এগ্ (৬০ সপ্তাহ)	২৪৫-২৫০
হেন হাউজ এগ্ (৮০ সপ্তাহ)	৩৪৫-৩৫০
৮০ সপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকার হার	৯৫-৯৬%
দৈনিক গড় খাদ্য গ্রহণ (১৮-৮০ সপ্তাহ)	১১০-১২০ গ্রাম/দিন/মুরগী
বিষ্ঠার অবস্থা	শুষ্ক থাকবে

কোয়ালিটি ফিডস লিঃ এর লেয়ার খাদ্য

- ❖ স্টার্টার ফিড বাচ্চার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে যার ফলে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং মুরগীর কঙ্কালতন্ত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- ❖ খোয়ার ফিড কঙ্কালগন্ত্র গঠনের সাথে মুরগীর সেক্সুয়াল ম্যাচুরিটি (যৌবন প্রাপ্তি) এর সামঞ্জস্য বিধান করে, এই ফিড মুরগীর ইউনিফর্মিটিও উন্নত করে
- ❖ প্রি-লেয়ার ফিড পুলেটকে ডিমপাড়ার উপযোগী করে তোলে
- ❖ সর্বোচ্চ উৎপাদন দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে
- ❖ ডিমপাড়ার সময়কালীন অবস্থায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিম উৎপাদিত হয় (জাতের আদর্শ মানের উপর)
- ❖ মুরগী রোগের প্রতি কম সংবেদনশীল হবে
- ❖ উন্নত আকারের ডিম পাওয়া যাবে
- ❖ আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিম উৎপাদন হারের তেমন কোন পরিবর্তন হবে না
- ❖ সাধারণ ফিডে ৮৫-৯০ সপ্তাহ পর্যন্ত যে পরিমাণ ডিম পাওয়া যায় কোয়ালিটি লেয়ার ফিডে ৮০-৮৫ সপ্তাহ পর্যন্ত একই পরিমাণ ডিম পাওয়া যাবে
- ❖ মৃত্যুহার জাতের আদর্শ মানের মধ্যে থাকবে

ক্রুডিং

১ দিন বয়সের বাচ্চা নিজের শরীরের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিয়ে বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই কৃত্রিম তাপদান পদ্ধতিকেই ক্রুডিং বলে। ক্রুডিং কত দিন চলবে তা নির্ভর করে ঋতুর উপর। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সাধারণত ৪ সপ্তাহ এবং শীতকালে ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ক্রুডিং করার প্রয়োজন হয়। তবে ক্রুডিং এর সময় আলোর চেয়ে তাপের দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

ব্রুডিং সময়ে নিম্নলিখিত পরিমাণ তাপমাত্রা প্রদান করতে হবে:

বয়স	ডিপ লিটার পদ্ধতি
১ম সপ্তাহ	৩৫° সেঃ/৯৫° ফাঃ
২য় সপ্তাহ	৩২° সেঃ/৯০° ফাঃ
৩য় সপ্তাহ	২৯° সেঃ/৮৫° ফাঃ
৪র্থ সপ্তাহ	২৬° সেঃ/৮০° ফাঃ
৫ম সপ্তাহ	২৩° সেঃ/৭৫° ফাঃ
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	২১° সেঃ/৭০° ফাঃ

সব সময় ঘরের তাপমাত্রা থাকবে ২১° সেঃ/৭০° ফাঃ হতে ২৩° সেঃ/৭৫° ফাঃ। সঠিক ব্রুডিং না হলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে তা নিম্নরূপঃ

- ❖ ব্রুডিং সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম তাপ হলে বাচ্চাগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে একটির উপর আর একটি বাচ্চা উঠে ঠাসাঠাসি করে ফলে বাচ্চা মারা যায়, অনেক সময় প্রয়োজনমত খাদ্য ও পানি খায় না
- ❖ ব্রুডিং ঠিকমত না হলে বাচ্চা সঠিক ওজনে আসে না। ফলে পরবর্তীতে ডিম উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে না
- ❖ ব্রুডিং সঠিক না হলে বাচ্চা ছোট বড় অর্থাৎ বিভিন্ন আকৃতি / ওজনের হয়
- ❖ ব্রুডিং ঠিকমত না হলে বাচ্চার ওজন বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয় যার ফলে মুরগী সঠিক সময়ে ডিম উৎপাদনে আসে না
- ❖ সঠিক ব্রুডিং এর অভাবে রোগ-বলাই হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়
- ❖ ব্রুডিং সঠিক না হলে ভ্যাকসিন ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যায় না
- ❖ পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা যেমন প্রোলাস দেখা দেওয়া, পিক প্রোডাকশনে না আসা, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি

নির্দেশনা

খামারে প্রথম দিন মুরগির বাচ্চার যত্ন

একটি লাভজনক পোল্ট্রি খামারের জন্য প্রথম দিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রথম দিনেই বাচ্চাকে সকল দিক থেকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে যেন বাচ্চা কোন রকম ধকল বা স্ট্রেসে না পড়ে।

খামারে বাচ্চা উঠানোর পূর্ব প্রস্তুতি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণু মুক্ত করার পর খামারে বাচ্চা উঠানোর কমপক্ষে তিনদিন পূর্বে হতে সকল কিছু স্থাপন করে নিতে হবে। ব্রুডার সেডের মাঝখানে স্থাপন করতে হবে। ইহা সেডের প্রস্থের ১/৪ এবং দৈর্ঘ্যের ৩/৪ এলাকায় হবে।

বাচ্চা উঠানোর পূর্বে পর্যবেক্ষণ

একটি কথা আছে - “শেষ ভালো যার সব ভালো তার”, কিন্তু পোল্ডি পালনের ক্ষেত্রে “শুরু ভালোতো সব ভালো”। তাই ফ্লক শুরুর পূর্বেই আমাদের সবকিছু ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা- ব্রুডিং এর হোভার ঠিকমতো সঠিক উচ্চতায় শক্তভাবে বাধা আছে কিনা, চিকগার্ড, পানির পাইপ, ট্যাংক ইত্যাদি কার্যকর কিনা পরীক্ষা করতে হবে।

তাপের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা- গ্যাস হিটার বা বৈদ্যুতিক লাইন, বাল্ব ঠিক আছে কিনা এবং সঠিক উচ্চতায় আছে কিনা এবং থার্মোমিটার কার্যকর কিনা এ বিষয়গুলো দেখতে হবে।

তাপমাত্রা পরীক্ষা- বাচ্চা ব্রুডার এ ছাড়ার পূর্বেই দেখতে হবে তাপমাত্রা ৯৫° ফাঃ আছে কিনা। ব্রুডিং এলাকা ও লিটারের তাপমাত্রা প্রায় সমান হতে হবে।

সর্বনিম্ন বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা করা- সর্বনিম্ন বায়ু প্রবাহ চালু রাখতে হবে যাতে অতিরিক্ত গ্যাস ও আর্দ্রতা বের হয়। পর্দার কোথাও কোন ছিড়া বা খুলা থাকলে তাহা বন্ধ করতে হবে।

খাবার পাত্র, পানির পাত্র বা পাইপ পরীক্ষা- এসব ঠিক আসে কিনা দেখতে হবে।

বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার সময় করণীয়

বাচ্চা খামারে আসার সাথে সাথে ব্রুডারে ছাড়তে হবে। স্ট্রেস কমানোর জন্য প্রথমে আলোর তীব্রতা কমাতে হবে। প্রাথমিকভাবে বাচ্চার ওজন নিয়ে ব্রুডারে ছাড়তে হবে। তবে প্রথমেই কিছু বাচ্চার ঠোট পানিতে ভিজিয়ে দিতে হবে। সকল বাচ্চা ছাড়ার পর আলোর তীব্রতা পরিমিত বাড়াতে হবে। বাচ্চা পানি খাওয়ার কিছুক্ষণ পর পেপারের উপর খাদ্য ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রথম দিনেই ছোট ও দুর্বল বাচ্চা আলাদা করে ব্রুডিং করতে হবে।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

একটি বাচ্চার জীবনের প্রথম দিন খুবই সংকটময়। তাই প্রথম দিন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যত্ন করতে হবে। ব্রুডিং এর ৭টি বেসিক মান যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ব্রুডিং এলাকা এবং মেঝে / লিটারের তাপমাত্রা প্রায় সমান হতে হবে, তাই বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার ২৪ ঘন্টা পূর্ব হতে ব্রুডার সেট করে তাপমাত্রা ৯৫° ফাঃ এবং লিটারের তাপমাত্রা কমপক্ষে ৯৭° ফাঃ রাখতে হবে। ব্রুডিং এর জন্য শেডের ভিতর আলাদা ছোট ঘর তৈরি করতে হবে যার একটি অস্থায়ী ছাদ ও সাইড পর্দা থাকবে। এতে তাপমাত্রা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ব্রুডিং এর সময় প্রথমেই লিটার সম্পূর্ণ মেঝেতে বিছিয়ে দিতে হবে, গরমকালে ২ ইঞ্চি এবং শীতকালে ৪-৫ ইঞ্চি দিতে হবে।

ব্রুডিং তাপমাত্রা ঠিক থাকলে- কিছু বাচ্চা খাদ্য খাবে, কিছু বাচ্চা পানি খাবে, কিছু বাচ্চা বিশ্রাম নিবে, কিছু বাচ্চা খেলা করবে এবং কিছু বাচ্চা কথা বলবে কিন্তু গাদাগাদি করবে না। প্রথম ২৪ ঘন্টায় শারীরিক ওজনের ২০-২৫% খাদ্য এবং ৪০-৫০% পানি খাবে।

১ম দিন মেডিকেশন- বাচ্চাকে ১ম দিনেই গ্লুকোজ বা চিনি, ভিটামিন এবং এন্টিবায়োটিক দেওয়া যাবে না। প্রথমেই প্রোবায়োটিক দেওয়া সবচেয়ে ভালো।

বাচ্চার মানের মূল্যায়ন

- ❖ উজ্জ্বল, সতর্কতা এবং সক্রিয়
- ❖ বাচ্চা প্রফুল্লিত থাকবে
- ❖ স্বাস্থ্যকর বাচ্চার সুস্থ নাভি এবং পায়ুপথ পরিষ্কার থাকবে
- ❖ পা উজ্জ্বল এবং মোমের মতো তেলতেলে হবে
- ❖ অভিন্ন আকার ও রঙ, পরিষ্কার, শুকনো এবং মোলায়েম চেহারা হবে
- ❖ কোনো প্রকার বিকৃতি বা ঘা থাকবে না
- ❖ হক জয়েন্টে (হাঁটুতে) লাল দাগ (রেড হক) থাকবে না

স্টকিং ঘনত্ব ১ম দিন ০.২ বর্গফুট / বাচ্চা

খাদ্য ও খাবার পাত্র ব্যবস্থাপনা

প্রথম দিন কয়েক ঘন্টা কাগজের উপর অল্প অল্প করে খাদ্য ছিটিয়ে দিতে হবে। তারপর হতে ছোট গোল পাত্র বা লম্বা ট্রেতে খাবার দিতে হবে প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য একটি। দিনে রাতে মোট ৪-৫ বার খাবার দিতে হবে। খাবার থাকা অবস্থায় পাত্রে নতুন করে খাবার দেওয়া যাবে না। প্রতিবার খাবার দেওয়ার সময় পাত্র ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রতি এক ঘন্টা পরপর পাত্রের খাবার হাতের আঙ্গুল বা কাঠি দিয়ে নাড়িয়ে নিতে হবে। পাত্র পুরোপুরি ভরে খাদ্য দেওয়া যাবে না, তিন ভাগের এক ভাগ খালি রাখতে হবে।

বিভিন্ন বয়সে মুরগীর জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা ও যন্ত্রপাতির হিসাব

(১ দিন থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত)

বিষয়	খাঁচাতে	মেঝেতে
জায়গার পরিমাণ	০.৩ বর্গফুট-প্রতি বাচ্চার জন্য	০.৬ বর্গফুট-প্রতি বাচ্চার জন্য
ফিডার	১ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য	১ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য
ফিডার	১ টি ২ ফুট লম্বা ফিডার- ৫০ টি বাচ্চার জন্য	২ টি ২ ফুট লম্বা ফিডার- ৫০ টি বাচ্চার জন্য
টিউব ফিডার	১ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য	১ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য
ড্রিংকার	১.২ ইঞ্চি প্রতি বাচ্চার জন্য	১.২ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য অথবা ৫ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের ড্রিংকার- ৫০ টি বাচ্চার জন্য

৭ সপ্তাহ থেকে ১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত

বিষয়	খাঁচাতে	মেঝেতে
জায়গার পরিমাণ	৬০ বর্গইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য	১.৫ বর্গফুট-প্রতি বাচ্চার জন্য
লম্বা ফিডার	২ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য	৩ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য
টিউব ফিডার	২ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য	৪ ইঞ্চি-প্রতি বাচ্চার জন্য
ড্রিংকার	২ ইঞ্চি প্রতি বাচ্চার জন্য	১ টি প্লাস্টিকের গোলাকার ড্রিংকার- ৫০ টি বাচ্চার জন্য

১৯ সপ্তাহ থেকে শেষ পর্যন্ত

বিষয়	খাঁচাতে	মেঝেতে
জায়গার পরিমাণ	৮০ বর্গ ইঞ্চি-প্রতি ব্রাউন মুরগীর জন্য এবং ৭০ বর্গ ইঞ্চি প্রতি সাদা মুরগীর জন্য	২ বর্গফুট-প্রতি ব্রাউন এবং ১.৭৫ বর্গফুট-প্রতি সাদা মুরগীর জন্য
লম্বা ফিডার	৪ ইঞ্চি-প্রতি মুরগীর জন্য	৩ ইঞ্চি-প্রতি মুরগীর জন্য
ড্রিংকার	৪ ইঞ্চি-প্রতি মুরগীর জন্য	১ টি বড় প্লাস্টিকের গোলাকার ড্রিংকার-৫০ টি মুরগীর জন্য
ডিমপাড়ার বাসা	-	১ টি বাসা/বাস্ত্র- ৪ টি মুরগীর জন্য

বিঃ দ্রঃ মেঝের মুরগীর ক্ষেত্রে ফিডার এবং ড্রিংকার যথাক্রমে পিঠ বরাবর এবং চোখ বরাবর উচ্চতায় দিতে হবে।

ঠোঁট কাটা

মুরগীর বাচ্চাকে ১০/১২ দিন বয়সে ঠোঁটে ছ্যাকা দিতে হবে এবং ১১/১২ সপ্তাহে ঠোঁট কাটতে হবে। নাকের সামান্য নিচ থেকে ঠোঁট কাটতে হবে। ঠোঁটের নীচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে একটু বড় অথবা সমান থাকবে। ঠোঁট কাটার দিন মুরগীর খাবার পাত্রে প্রচুর খাবার দিতে হবে, যাতে অনায়াসে মুরগী পরিমাণমত খাবার পায়। ঠোঁট কাটার পর ২/৩ দিন পানিতে অবশ্যই ভিটামিন-সি ও ভিটামিন-কে দিতে হবে এবং ঠোঁট কাটার রাতে ২/৩ ঘন্টা আলো বেশি দিতে হবে। ঠোঁট কাটার পর রক্ত বের হচ্ছে কিনা সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভিটামিন পরপর ২/৩ দিন ব্যবহার করা প্রয়োজন। ঠোঁট কাটলে মুরগী ঠোকরাঠুকরী কম করবে এবং খাদ্য অপচয় কম হবে।

ঠোঁট কাটার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে

- ❖ অসুস্থ ও দুর্বল বাচ্চার ঠোঁট কাটা যাবে না
- ❖ ঠোঁট কাটার সময় তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না
- ❖ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সুদক্ষ ব্যক্তিকে দিয়ে ঠোঁট কাটা উচিত
- ❖ ঠোঁট কাটার সময়ে কোন সালফা ড্রাগ দেয়া যাবে না, কারণ সালফা ড্রাগ রক্তক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়

লাইটিং বা আলোকদান কর্মসূচি

লেয়ার মুরগীর জন্য আলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোর তারতম্যের কারণে ডিমের উৎপাদন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কাজেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মুরগীর বয়সের এবং ওজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আলোকদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবিত আলোকদান কর্মসূচী (ধারণা)

বয়স	আলোক সময় কাল
১-৩ দিন	২২ ঘন্টা
৪-৭ দিন	২০ ঘন্টা
৮-১৪ দিন	১৮ ঘন্টা
১৫-২১ দিন	১৬ ঘন্টা
২২-২৬ দিন	১৪ ঘন্টা
৫-১৭ সপ্তাহ	প্রাকৃতিক আলো
১৮ সপ্তাহ	১৩ ঘন্টা
১৯ সপ্তাহ	১৩.৫ ঘন্টা
২০ সপ্তাহ	১৪ ঘন্টা
২১ সপ্তাহ	১৪.৫ ঘন্টা
৫০% এর অধিক উৎপাদন	১৬ ঘন্টা

বিঃ দ্রঃ সাদা জাতের মুরগীর ওজন ১৩৫০ গ্রাম এবং ব্রাউন জাতের মুরগীর ওজন ১৫০০ গ্রাম হওয়ার পর লাইটিং বা আলোকদান কর্মসূচি শুরু করতে হবে। আলো বলতে দিনের আলো এবং রাতের কৃত্রিম আলো দুটোকেই বুঝায়। সঠিক ওজন না আসা পর্যন্ত আলোকদান কর্মসূচি শুরু করা উচিত নয়। কাজেই কাঙ্ক্ষিত ওজন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রেডিং এবং পৃথকীকরণ

অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল বাচ্চাকে বাছাই করে আলাদা করাকে শ্রেডিং এবং পৃথকীকরণ বলে। প্রথম দিন হতেই এটি করতে হবে এবং প্রতি সপ্তাহে একবার। তবে টিকা প্রয়োগের সময় করলে সবচেয়ে ভালো হয়। ছোট ও দুর্বল বাচ্চাগুলিকে আলাদাভাবে বিশেষ যত্ন নিলে মৃত্যুহার কমে যায় এবং কাঙ্ক্ষিত ওজন চলে আসে। খাঁচায় উঠানোর সময় অতি সতর্কতার সাথে কম ওজনের বাচ্চাগুলিকে আলাদা সারিতে রেখে বিশেষ যত্ন নিলে কাঙ্ক্ষিত ওজন চলে আসবে। শ্রেডিং এবং পৃথকীকরণ যথাসময়ে করে বিশেষ যত্ন নিলে একটি খামারে সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন দীর্ঘদিন পাওয়া যায়।

ইউনিফর্মিটি (সমসত্ত্ব)

ইউনিফর্মিটি হচ্ছে একটি মুরগীর ফ্লকে/বাঁকে সকল মুরগীর প্রাপ্ত গড় ওজন, লক্ষ্য মাত্রার ওজনের প্রায় একই সমান। এটা ডিমপাড়া মুরগীর বেলায় অত্যাবশ্যক। মুরগীর বাচ্চার বয়স যখন ৩-৪ সপ্তাহ তখন থেকেই এই কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইউনিফর্মিটি শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়।

ইউনিফর্মিটি ভাল হলে

❖ মৃত্যুহার কমে যায় ❖ রোগের প্রকোপ কম হয় ❖ ঔষধ খরচ কম লাগে ❖ ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ❖ স্বাস্থ্যবান পুলেট তৈরি হয় ❖ প্রোলাস বা প্রজননতন্ত্র বের হয়ে আসার প্রবণতা কমে যায় ❖ সর্বোপরি দীর্ঘদিন ও অধিক ডিম উৎপাদন ধরে রাখে। কাজেই ইউনিফর্মিটি লেয়ার ফার্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে ইউনিফর্মিটি নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

ইউনিফর্মিটি কম হওয়ার কারণ সমূহ

❖ খারাপ ব্যবস্থাপনায় মুরগী পালন করলে ❖ ব্রুডিংকালীন সময়ে ঘরের তাপমাত্রা কাঙ্ক্ষিত না হলে ❖ সঠিক বয়সে এবং সঠিক নিয়মে ঠোট কাটা না হলে ❖ অপরিষ্কার এবং সঠিক মান সম্পন্ন খাবার সরবরাহ না করলে ❖ কম জায়গায় বেশি মুরগী পালন করলে ❖ বাচ্চার ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকলে ❖ মানসম্মত একদিন বয়সের বাচ্চা না হলে ।

ইউনিফর্মিটি বের করার নিয়ম

দৈহিক ওজন নেয়ার জন্য সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে (সকালে) এবং নির্দিষ্ট স্থানে (ঘরের কর্ণারে) আনুমানিক ১০০ টি মুরগী বেড়া বা জাল দিয়ে আটকিয়ে সবগুলো মুরগীর ওজন আলাদাভাবে নিতে হবে এবং কাগজে লিখে রাখতে হবে তারপর নিম্নের ইউনিফর্মিটির শতকরা হার বের করতে হবে ।

$$\text{ইউনিফর্মিটি} = \frac{\text{গড় ওজনের } \pm 10\% \text{ গ্রহণকৃত দৈহিক ওজনের মধ্যে মুরগীর সংখ্যা}}{\text{সর্বমোট ওজনকৃত মুরগীর সংখ্যা}} \times 100$$

মূল্যায়ন

ইউনিফর্মিটি	৯০% বা তদুর্ধ্ব	- খুব ভাল
	৮০%-৯০%	- ভাল
	৭০%-৭৯%	- মোটামুটি ভাল
	৬৬%-৬৯%	- খারাপ

করণীয়

ইউনিফর্মিটি যদি ভাল/খুব ভাল হয় তাহলে যেভাবে ব্যবস্থাপনা চলছে একই নিয়মে চলবে আর যদি ৮০% এর নীচে হয়, তাহলে কম ওজনের এবং বেশি ওজনের মুরগীগুলোকে পৃথক করে নিতে হবে । কম ওজনের মুরগীগুলোকে আরও অধিক যত্ন এবং পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবার প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি সরবরাহ করে কাঙ্ক্ষিত ওজনে নিয়ে আসতে হবে এবং বেশি ওজনের মুরগীগুলোকে কাঙ্ক্ষিত ওজনে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজনে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া যেতে পারে ।

কালিং

কালিং শব্দের অর্থ অপেক্ষকৃত দুর্বল, অনুৎপাদনশীল, রোগাক্রান্ত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের মুরগীকে বাঁক থেকে বাছাই করা । পরবর্তীতে হয় তা বিক্রি করে দেয়া অথবা ভাল ব্যবস্থাপনা ও সূচিকিৎসার মাধ্যমে তা পুনরায় উৎপাদনক্ষম করে তোলা । কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে কালিং মুরগী সনাক্তকরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় । নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

- ❖ স্বাস্থ্য দুর্বল, দৈহিক বৃদ্ধি আশাভীত নয়
- ❖ মাথা নুইয়ে রাখার প্রবণতা থাকে
- ❖ মাথার বুটি খর্বাকৃতির, শুকনো, খসখসে, ফ্যাকাশে প্রকৃতির
- ❖ মুখের চামড়া পুরু, মুখমন্ডল কদাচে, ফ্যাকাশে ও পাতলা
- ❖ চক্ষু ছোট, ঝিমালো, চোখের কোনায় পানি জমে থাকা, চোখের রং ও মনি অস্বাভাবিক
- ❖ তলপেট সংকুচিত, শক্ত, খসখসে ও মোটা চামড়া দ্বারা আবৃত
- ❖ পায়ু ছোট, কুচকানো, শুষ্ক ও গোলাকৃতির

জীব-নিরাপত্তা

জীব-নিরাপত্তা হল একাধিক পদ্ধতির সন্নিবেশ যার মাধ্যমে পোল্ট্রি খামার রোগ-জীবাণু মুক্ত রাখা যায়।

ভৌত জীব-নিরাপত্তা

সেডে মুরগী তোলার পূর্বে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয় যে সকল বিষয় ভৌত জীব নিরাপত্তার অংশ।

পরিচালনাগত জীব-নিরাপত্তা

সেডে মুরগী তোলার পূর্বে প্রতিদিন যে কাজগুলো করতে হয় সে সকল কাজ পরিচালনাগত জীব-নিরাপত্তার অংশ।

ভৌত জীব-নিরাপত্তা

- ❖ ঘরগুলো পূর্ব-পশ্চিম বরাবর লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রস্থ হতে হবে
- ❖ মুরগীর খামারের ঘরগুলো লম্বা কিন্তু সরু, পাশে কখনই ২৫ ফুটের বেশি নয়
- ❖ এক সেড থেকে অন্য সেডের দূরত্ব হবে সেডের প্রস্থের ২-২.৫ গুণ
- ❖ সেডের নিকটে কোন ঝোপ-ঝাড় বা বড় গাছ রাখা যাবে না
- ❖ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- ❖ ময়লা পানি ও আবর্জনা নিষ্কাশন এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে
- ❖ সেডের দেয়াল ও মেঝে মসৃণ হতে হবে
- ❖ খামারের চারদিকে তার বা বাঁশের জালি/নেট এর বেড়া দিতে হবে, যেন বন্য প্রাণী কুকুর-বিড়াল, দেশী মুরগী ও পাখি প্রবেশ করতে না পারে
- ❖ মৃত মুরগী সঠিক পদ্ধতিতে ২ হাত গভীর গর্ত করে পুতে ফেলা বা পুড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে
- ❖ বিশুদ্ধ লিটার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, কারণ লিটার অনেক রোগের উৎস হতে পারে
- ❖ সেডে নতুন করে বাচ্চা তোলার আগে নির্দিষ্ট সময় (১৪ দিন) এর বিরতি দিতে হবে এবং বিরতিকালীন সময়ে সেড খুব ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- ❖ খামারে সব মুরগী এক সাথে ঢোকানো ও এক সাথে বের করার ব্যবস্থা রাখতে হবে
- ❖ অসুস্থ মুরগীর জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে
- ❖ খামারে নিয়োজিত কর্মীদের জীব-নিরাপত্তা মেনে চলার সুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে
- ❖ জীব-নিরাপত্তা ছাড়া খামার পরিচালনা সম্ভব নয় এই বিশ্বাস খামারের কর্মীদের মনে গেঁথে দিতে হবে

পরিচালনাগত জীব-নিরাপত্তা

পৃথকীকরণ

- ❖ খামার থেকে অসুস্থ বা মৃত মুরগী দ্রুত দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে
- ❖ বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে

- ❖ খামারে নিয়োজিত কর্মীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- ❖ খাদ্য বা খামারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবহণে নিয়োজিত যানবাহন এবং মানুষ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- ❖ খামারে একাধিক সেড থাকলে প্রত্যেকটি সেডের জন্য পৃথক কর্মী নিয়োগ করতে হবে

জীবাণুমুক্তকরণ

- ❖ খামারে কর্তব্যরত কর্মী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হয়ে সেডে প্রবেশ করবে
- ❖ খামারে ব্যবহৃত তৈজসপত্র আদর্শ জীবাণুনাশক ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে
- ❖ খামারে কোন যানবাহন প্রবেশের আগে ভালভাবে পরিষ্কার ও আদর্শ জীবাণুনাশক ব্যবহার পূর্বক জীবাণুমুক্ত করে প্রবেশ করাতে হবে
- ❖ খামারে একান্ত জরুরি কোন লোকের প্রবেশের আগে পরিষ্কার ও আদর্শ জীবাণুনাশক ব্যবহার পূর্বক জীবাণুমুক্ত হয়ে খামারে প্রবেশ করবে
- ❖ সব ধরনের জীবাণুনাশক সকল প্রকার জীবাণু ধ্বংস করতে পারে না, এক্ষেত্রে আদর্শ সর্বজনীন জীবাণুনাশক সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার্য এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকরী

এছাড়াও সেড এর আশে-পাশে ফার্মের চতুর্দিকে জাল দ্বারা বেষ্টিত করা, বন্য বা গৃহপালিত পশু-পাখি ফার্মে প্রবেশ বন্ধ করা, জীবাণুমুক্ত সুযম খাদ্য সরবরাহ করা ও একদিকে চলাচল নিশ্চিত করা এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে ফার্মে প্রয়োজনমত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ইত্যাদি অন্যতম।

নিরাপদ পানি

পাখিকে নিরাপদ পানি খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে Q-Guard দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। পানির হার্ডনেস ৭৫০ এর নিচে এবং পি.এইচ ৬-৮.৫ হতে হবে, তবে ৬-৬.৫ হলে সবচেয়ে ভালো হয়। খাবার পানি ও মেডিকেশন ট্যাংক পৃথক হতে হবে।

বিভিন্ন বয়সে খাদ্য গ্রহণ, দৈহিক গড় ওজন এবং ডিম উৎপাদনের শতকরা হার :

সাদা জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
১	১২-১৪	৭০-৮০	-
২	১৫-১৯	১২০-১৩০	-
৩	২১-২৫	১৮০-১৯০	-
৪	২৭-৩১	২৫০-২৬০	-
৫	৩১-৩৫	৩২০-৩৫০	-
৬	৩৫-৩৯	৪১০-৪৪০	-
৭	৩৯-৪৩	৫১০-৫৫০	-
৮	৪২-৪৬	৬০০-৬৫০	-
৯	৪৪-৫০	৭০০-৭৪০	-

বাদামী/লাল জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
১	১৪-১৫	৬০-৭০	-
২	১৭-২১	১২০-১৩০	-
৩	২৩-২৫	১৮০-২০০	-
৪	২৭-২৯	২৬০-২৭০	-
৫	৩৪-৩৬	৩৫০-৩৭০	-
৬	৩৮-৪০	৪৫০-৫৭০	-
৭	৪১-৪৩	৫৪০-৫৮০	-
৮	৪৫-৪৭	৬৫০-৬৯০	-
৯	৪৯-৫৩	৭৬০-৮০০	-

সাদা জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
১০	৪৮-৫৩	৭৮০-৮৪০	-
১১	৫১-৫৬	৮৬০-৯১০	-
১২	৫৪-৫৯	৯২০-৯৯০	-
১৩	৫৭-৬২	৯৮০-১০৫০	-
১৪	৬০-৬৫	১০৩০-১১১০	-
১৫	৬৩-৬৮	১০৮০-১১৬০	-
১৬	৬৭-৭২	১১৩০-১২১০	-
১৭	৭০-৭৫	১১৭০-১২৫০	-
১৮	৭৪-৮১	১২৫০-১২৭০	-
১৯	৭৯-৮৬	১৩১০-১৩৩০	১০-১৩
২০	৮২-৮৯	১৩৭০-১৩৯০	৩৫-৩৮
২১	৮৭-৯৪	১৩৯০-১৪৪০	৫৫-৫৮
২২	৮৯-৯৬	১৪৩০-১৪৬০	৭৫-৮২
২৩	৯১-৯৯	১৪৬০-১৫০০	৮৭-৯০
২৪	৯২-১০২	১৪৮০-১৫৪০	৯১-৯৩
২৫	৯৪-১০৩	১৫০০-১৫৮০	৯৩-৯৫
২৬	৯৫-১০৫	১৫২০-১৬১০	৯৪-৯৬
২৭	৯৬-১০৬	১৫৪০-১৬২০	৯৫-৯৭
২৮	৯৭-১০৭	১৫৫০-১৬৬০	৯৫-৯৭
২৯	৯৮-১০৮	১৫৬০-১৬৭০	৯৫-৯৭
৩০	৯৯-১০৮	১৫৭০-১৬৯০	৯৫-৯৭
৩১	১০০-১০৯	১৫৮০-১৭০০	৯৫-৯৭
৩২	১০১-১০৯	১৫৯০-১৭১০	৯৬-৯৮
৩৩	১০১-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৬-৯৮
৩৪	১০২-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৬-৯৮
৩৫	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭
৩৬	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭

বাদামী/লাল জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
১০	৫২-৫৬	৮৬০-৯২০	-
১১	৫৮-৬২	৯৬০-১০২০	-
১২	৬২-৬৬	১০৫০-১১১০	-
১৩	৬৭-৭১	১১৩০-১২০০	-
১৪	৭০-৭৪	১১৯০-১২৭০	-
১৫	৭২-৭৬	১২৬০-১৩৪০	-
১৬	৭৫-৭৯	১৩৩০-১৪১০	-
১৭	৭৮-৮২	১৪০০-১৪৮০	-
১৮	৮২-৮৮	১৪৭০-১৫৭০	৪-১৪
১৯	৮৫-৯১	১৫৭০-১৬৭০	২৪-৩৮
২০	৯১-৯৭	১৬৩০-১৭৩০	৪৫-৭২
২১	৯৫-১০১	১৬৭০-১৭৭০	৭৫-৮৬
২২	৯৯-১০৫	১৭২০-১৮২০	৮৭-৯২
২৩	১০৩-১০৯	১৭৫০-১৮৫০	৯২-৯৪
২৪	১০৫-১১১	১৭৮০-১৯০০	৯২-৯৫
২৫	১০৬-১১২	১৭৯০-১৯১০	৯৩-৯৫
২৬	১০৭-১১৩	১৮০০-১৯২০	৯৪-৯৬
২৭	১০৭-১১৩	১৮২০-১৯৪০	৯৫-৯৬
২৮	১০৭-১১৩	১৮৩০-১৯৫০	৯৫-৯৬
২৯	১০৭-১১৩	১৮৪০-১৯৬০	৯৫-৯৬
৩০	১০৭-১১৩	১৮৪০-১৯৬০	৯৪-৯৬
৩১	১০৮-১১৪	১৮৪০-১৯৬০	৯৪-৯৬
৩২	১০৮-১১৪	১৮৫০-১৯৭০	৯৪-৯৫
৩৩	১০৮-১১৪	১৮৫০-১৯৭০	৯৪-৯৫
৩৪	১০৮-১১৪	১৮৫০-১৯৭০	৯৪-৯৫
৩৫	১০৮-১১৪	১৮৫০-১৯৭০	৯৪-৯৫
৩৬	১০৮-১১৪	১৮৬০-১৯৮০	৯৩-৯৪

সাদা জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
৩৭	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭
৩৮	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭
৩৯	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭
৪০	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭
৪১	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭
৪২	১০৩-১১০	১৫৯০-১৭১০	৯৫-৯৭
৪৩	১০৩-১১০	১৬০০-১৭১০	৯৫-৯৭
৪৪	১০৩-১১০	১৬০০-১৭১০	৯৪-৯৭
৪৫	১০৩-১১০	১৬০০-১৭১০	৯৪-৯৭
৪৬	১০৩-১১০	১৬০০-১৭২০	৯৪-৯৬
৪৭	১০৩-১১০	১৬০০-১৭২০	৯৪-৯৬
৪৮	১০৩-১১০	১৬০০-১৭২০	৯৪-৯৬
৪৯	১০৩-১১০	১৬০০-১৭২০	৯৪-৯৬
৫০	১০৩-১১০	১৬০০-১৭২০	৯৪-৯৬
৫১	১০৪-১১১	১৬০০-১৭২০	৯৪-৯৬
৫২	১০৪-১১১	১৬০০-১৭২০	৯৩-৯৫
৫৩	১০৪-১১১	১৬১০-১৭২০	৯৩-৯৫
৫৪	১০৪-১১১	১৬১০-১৭২০	৯২-৯৫
৫৫	১০৪-১১১	১৬১০-১৭২০	৯২-৯৪
৫৬	১০৪-১১১	১৬১০-১৭২০	৯১-৯৩
৫৭	১০৪-১১১	১৬১০-১৭২০	৯০-৯২
৫৮	১০৪-১১১	১৬১০-১৭২০	৯০-৯২
৫৯	১০৪-১১১	১৬১০-১৭২০	৯০-৯২
৬০	১০৪-১১১	১৬১০-১৭৩০	৮৯-৯২
৬১	১০৪-১১১	১৬১০-১৭৩০	৮৮-৯১
৬২	১০৪-১১১	১৬১০-১৭৩০	৮৭-৯১
৬৩	১০৪-১১১	১৬২০-১৭৩০	৮৬-৯১

বাদামী/লাল জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
৩৭	১০৮-১১৪	১৮৬০-১৯৮০	৯৩-৯৪
৩৮	১০৮-১১৪	১৮৬০-১৯৮০	৯৩-৯৪
৩৯	১০৮-১১৪	১৮৭০-১৯৯০	৯২-৯৩
৪০	১০৮-১১৪	১৮৭০-১৯৯০	৯২-৯৩
৪১	১০৮-১১৪	১৮৭০-১৯৯০	৯১-৯৩
৪২	১০৮-১১৪	১৮৮০-২০০০	৯০-৯২
৪৩	১০৮-১১৪	১৮৮০-২০০০	৯০-৯২
৪৪	১০৮-১১৪	১৮৮০-২০০০	৮৯-৯১
৪৫	১০৭-১১৩	১৮৯০-২০১০	৮৯-৯১
৪৬	১০৭-১১৩	১৮৯০-২০১০	৮৮-৯০
৪৭	১০৭-১১৩	১৮৯০-২০১০	৮৮-৯০
৪৮	১০৭-১১৩	১৮৯০-২০১০	৮৮-৯০
৪৯	১০৭-১১৩	১৮৯০-২০১০	৮৮-৯০
৫০	১০৭-১১৩	১৮৯০-২০১০	৮৮-৮৯
৫১	১০৬-১১২	১৮৯০-২০১০	৮৭-৮৯
৫২	১০৬-১১২	১৮৯০-২০১০	৮৭-৮৯
৫৩	১০৬-১১২	১৮৯০-২০১০	৮৭-৮৮
৫৪	১০৬-১১২	১৮৯০-২০১০	৮৭-৮৮
৫৫	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৭-৮৮
৫৬	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৬-৮৮
৫৭	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৬-৮৭
৫৮	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৫-৮৭
৫৯	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৫-৮৭
৬০	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৪-৮৬
৬১	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৪-৮৬
৬২	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৩-৮৬
৬৩	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৩-৮৫

সাদা জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
৬৪	১০৪-১১১	১৬২০-১৭৩০	৮৬-৯১
৬৫	১০৫-১১২	১৬২০-১৭৩০	৮৬-৯০
৬৬	১০৫-১১২	১৬২০-১৭৩০	৮৫-৮৯
৬৭	১০৫-১১২	১৬২০-১৭৩০	৮৪-৮৮
৬৮	১০৫-১১২	১৬২০-১৭৩০	৮৪-৮৮
৬৯	১০৫-১১২	১৬২০-১৭৩০	৮৩-৮৭
৭০	১০৪-১১১	১৬২০-১৭৪০	৮৩-৮৭
৭১	১০৪-১১১	১৬২০-১৭৪০	৮৩-৮৭
৭২	১০৪-১১১	১৬২০-১৭৪০	৮২-৮৬
৭৩	১০৪-১১১	১৬৩০-১৭৪০	৮২-৮৬
৭৪	১০৪-১১১	১৬৩০-১৭৪০	৮১-৮৫
৭৫	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৮১-৮৫
৭৬	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৮০-৮৪
৭৭	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৭৯-৮৩
৭৮	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৭৯-৮৩
৭৯	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৭৯-৮৩
৮০	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৭৮-৮২
৮১	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৭৮-৮২
৮২	১০৩-১১০	১৬৩০-১৭৪০	৭৮-৮২
৮৩	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৭-৮১
৮৪	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৭-৮১
৮৫	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৭-৮১
৮৬	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৭-৮১
৮৭	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৬-৮০
৮৮	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৫-৮০
৮৯	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৫-৮০
৯০	১০৩-১১০	১৬৪০-১৭৪০	৭৪-৭৯

বাদামী/লাল জাত			
বয়স (সপ্তাহ)	দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	ওজন (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন (%)
৬৪	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৩-৮৫
৬৫	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮৩-৮৫
৬৬	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮২-৮৪
৬৭	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮১-৮৪
৬৮	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮১-৮৩
৬৯	১০৬-১১২	১৯০০-২০২০	৮১-৮২
৭০	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৮০-৮২
৭১	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৯-৮১
৭২	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৯-৮১
৭৩	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৮-৮০
৭৪	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৭-৮০
৭৫	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৬-৭৯
৭৬	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৬-৭৮
৭৭	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৫-৭৭
৭৮	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৫-৭৭
৭৯	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৪-৭৭
৮০	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৪-৭৬
৮১	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৪-৭৬
৮২	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৪-৭৬
৮৩	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৩-৭৫
৮৪	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৩-৭৫
৮৫	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৩-৭৫
৮৬	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭৩-৭৫
৮৭	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭২-৭৪
৮৮	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭২-৭৪
৮৯	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭২-৭৪
৯০	১০৬-১১২	১৯১০-২০৩০	৭২-৭৪

বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগীর ভ্যাকসিনেশন শিডিউল

বয়স	রোগের নাম	ভ্যাকসিনের ধরণ	ভ্যাকসিন প্রয়োগ পদ্ধতি
৩-৪ দিন	রাণীক্ষেত+ব্রংকাইটিস	লাইভ	চোখে ড্রপ
৬-৭ দিন	গামবোরো+রাণীক্ষেত	কিল্ড	ঘাড়ে চামড়ার নিচে ইনজেকশন
৮-১০ দিন	গামবোরো ইন্টারমিডিয়েট	লাইভ	চোখে ড্রপ
১২-১৪ দিন	মারেক'স	লাইভ	ঘাড়ে চামড়ার নিচে ইনজেকশন
১৬ দিন	গামবোরো ইন্টারমিডিয়েট প্লাস	লাইভ	চোখে ড্রপ
২১ দিন	ব্রংকাইটিস+রাণীক্ষেত	লাইভ	খাবার পানির সাথে
৩৫ দিন	ফাউল পল্ল	লাইভ	ডানায় সুঁচ ফোটানোর মাধ্যমে
৪৩ দিন	ফাইল কলেরা	কিল্ড	ঘাড়ে চামড়ার নিচে ইনজেকশন
৫০ দিন	ব্রংকাইটিস+রাণীক্ষেত	লাইভ	খাবার পানির সাথে
৫৬ দিন	ইনফেকশাস করাইজা	কিল্ড	ঘাড়ে চামড়ার নিচে ইনজেকশন
৮৮ দিন	ফাউল কলেরা+পল্ল	লাইভ	মাংসে এবং ডানায়
৯০ দিন	ব্রংকাইটিস+রাণীক্ষেত	লাইভ	খাবার পানিতে
৯১ দিন	ফাউল কলেরা	কিল্ড	মাংসে ইনজেকশন
৯৮ দিন	ইনফেকশাস করাইজা	কিল্ড	মাংসে ইনজেকশন
১১০ দিন	রাণীক্ষেত লাসোটা	লাইভ	খাবার পানির সাথে
১১২ দিন	রাণীক্ষেত+ব্রংকাইটিস+এগ ড্রপ সিনড্রম	কিল্ড	মাংসে ইনজেকশন

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত ভ্যাকসিনেশন শিডিউল বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ক্রমে পরিবর্তন যোগ্য।

কুমিনাশক এবং উকুননাশক ঔষধ খাওয়ানো :

লেয়ার মুরগীর বাচ্চাকে সর্বপ্রথম ৪০-৪৫ দিন বয়সে কুমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। তারপর প্রতি ৪৫ দিন পরপর খাওয়াতে হবে। সকল ধরণের কুমি এবং উকুন নিয়ন্ত্রণে পর্যায়ক্রমে লিভামিজল, পাইপারাজিন, এলবেডাজল এবং আইভারমেকটিন গ্রুপের ঔষধ খাওয়াতে হবে।



হেড অফিস : বাড়ী ১৪, রোড ৭, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ওভারসিজ: +৮৮-০২-৪১০৯০৩৯০, লোকাল: +৮৮-০৯৬৭৮১১১৫৫৫

Email : info@gfl.com.bd, Web: www.gfl.com.bd

ফ্যাক্টরী : শিরিরচালা, বাঘের বাজার, গাজীপুর
: জামুনা, শাহজাহানপুর, বগুড়া
: কাখম, নন্দীখাম, বগুড়া